# বাংলাদেশের ইসলামি রাজনীতির ব্যবচ্ছেদ

এহসানুল হক জসীম

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

# প্রকাশকের কথা

মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাদেশে ইসলামি রাজনীতি সব সময়ই প্রাসঙ্গিক ছিল, আছে এবং থাকবে। ইসলামের রাজনৈতিক চিন্তাধারার প্রবক্তাদের অব্যাহত প্রচেষ্টার ফলে আজ ইসলামি রাজনীতির দার্শনিক ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত এবং তার অবস্থান ও আবেদন বাংলাদেশের সামগ্রিক রাজনীতিকে বেশ ভালোভাবেই স্পর্শ করে। ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামি রাজনীতির এক দীর্ঘ ইতিহাস ও ঐতিহ্য রয়েছে। সাফল্য আছে, ব্যর্থতাও আছে।

দুটো দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ইসলামি রাজনীতিকে পর্যালোচনা করা যায়। প্রথমত, ইসলামি রাজনীতির চর্চার শুরু থেকে আজতক অর্জিত সফলতা সামনে এনে আগামী দিনের পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং দ্বিতীয়ত, কৃত ভুল-ত্রুটি সামনে এনে আগামীর নিখুঁত পরিকল্পনা প্রণয়ন। প্রথম দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে রাখলে আত্মতুষ্টির একটা দেয়াল ত্রুটি-বিচ্যুতিকে আড়াল করে। আর দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে আনলে আগামী দিনের জন্য তুলনামূলক ভালো পরিকল্পনা প্রণয়ন করা সম্ভব হবে, সফলতার একটা তৃষ্ণা জাগবে। এহসানুল হক জসীম তার 'বাংলাদেশের ইসলামি রাজনীতির ব্যবচ্ছেদ' গ্রন্থে দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে রেখে ইসলামি রাজনীতিকে দেখেছেন এবং প্রয়োজনীয় পর্যালোচনায় কলম চালিয়েছেন।

ইসলামি রাজনীতি নিয়ে সত্যিকারের ফলপ্রসূ গবেষণা আমাদের দেশে হয় না। নানান মিথ আর প্রিজুডিস ধারণা নিয়ে ইসলামি রাজনীতিকে সাগরে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে। তথ্য-প্রমাণ আর একাডেমিক ডিসকোর্স ছাড়াই সমালোচকরা ইসলামি রাজনীতির সমালোচনা করে নিষ্ঠুরভাবে। অন্যদিকে, আবেগে উদ্বেলিত হয়ে সংকট ও সমস্যাকে উপেক্ষা করা হয়েছে যুগযুগ ধরে। এই গ্রন্থে লেখক বাংলাদেশের ইসলামি রাজনীতি নিয়ে একটা পূর্ণাঙ্গ ছবি আঁকতে চেয়েছেন। পাঠকবৃন্দ এই গ্রন্থ থেকে ইসলামি রাজনীতি ও ইসলামি রাজনৈতিক দলসমূহ নিয়ে বিস্তারিত তথ্য ও পর্যালোচনা জানতে পারবেন।

আমরা লেখকের সব দাবি ও পর্যালোচনাকে শতভাগ নিখুঁত ও গ্রহণীয় বলে চাপিয়ে দিচ্ছি না। তবে আলোচনা-পর্যালোচনার একটা দরজা খুলে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। ইসলামি রাজনীতি নিয়ে ভাসাভাসা সমালোচনা বন্ধ করে তথ্য-উপাত্তের সঙ্গে একাডেমিক আলোচনা শুরু করা দরকার। ইসলামি রাজনৈতিক দলগুলো এই গ্রন্থকে একটা লিখিত ডকুমেন্টেড পর্যালোচনা হিসেবে গ্রহণ করতে পারে। সব চিন্তা ও পর্যালোচনার সাথে একমত হওয়ার দরকার নেই; অন্তত সংকটের ব্যাপারে সাধারণ ঐক্যমত যেখানে আছে, তা নিয়ে কাজ করা যেতে পারে।

মূলত গ্রন্থটি লেখকের এমফিল গবেষণার থিসিস পেপার। প্রতিটি পৃষ্ঠায় লেখকের পরিশ্রম উপলব্ধি করতে পারবেন। প্রচুর রেফারেন্স দেওয়া হয়েছে। আলোচিত বিষয়টি স্পর্শকাতর হওয়ায় মতামত দেওয়ার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকার চেষ্টা করা হয়েছে। পুরো বইয়ে নির্মোহ থাকার একটা প্রচেষ্টা দেখতে পাবেন। আমি পাঠকদের অনুরোধ করব, বইটি পড়ার সময় আপনারাও নির্মোহভাবে চিন্তা করবেন। এই কঠিন কাজে লেখক ও আমাদের কোনো ভুল হলে আন্তরিকভাবে শুধরে দেবেন। ইনশাআল্লাহ! আমরা নিজেদের ভুল নিয়ে জেদ করব না।

আমি সম্মানিত লেখকের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এই পরিশ্রম সফল হোক। বইটি প্রায় দেড় বছর ধরে সম্পাদনা করা হয়েছে। পুরো প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ইসলামি রাজনীতির পুনর্জাগরণে এই গ্রন্থ সামান্যতম ভূমিকা পালন করলেও আমাদের সকল পরিশ্রম সার্থক হবে।

নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের
বাংলাবাজার, ঢাকা
১৮ মে, ২০১৯

# ভূমিকা

এহসানুল হক জসীমের লেখা *বাংলাদেশের ইসলামি রাজনীতির ব্যবচ্ছেদ* একটি আকর্ষণীয় গ্রন্থ। এটি লেখকের এমফিল ডিগ্রির জন্য তৈরি অভিসন্দর্ভ। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচিত একটি উত্তম অনুশীলনীয় এবং সুমার্জিত গবেষণা বই। বর্তমান প্রজন্মের জন্য এটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও প্রয়োজনীয় বটে। লেখকের মতে, ইসলামি রাজনীতির অপার সম্ভাবনাময় বাংলাদেশে ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলি একটির পর একটি আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এই ক্ষেত্রটি সংকুচিত করেছে। প্রশ্ন উঠেছে, বর্তমানে এর সম্ভাবনা এবং ভবিষ্যৎ কী?

বাংলাদেশ এমন একটি রাষ্ট্র যেখানে শতকরা ৯০ ভাগ নাগরিকের ধর্ম ইসলাম। শতকরা ৯৮ ভাগ মানুষের ভাষা বাংলা। শতকরা ৯৮ ভাগ নাগরিকের সংস্কৃতি, চিন্তা-চেতনা, সামাজিক মূল্যবোধ একই রকম। ৫৬ হাজার বর্গমাইলের ভূখণ্ডে ভৌগলিক পরিবেশ এবং আবহাওয়াও প্রায় একই ধরনের। জনগণও ধর্মান্ধ না হয়ে প্রচুর ধার্মিক। দেশে যে সকল হিন্দু, বৌদ্ধ এবং খ্রিষ্টান বসবাস করছেন, তারাও যুগ যুগ ধরে সহ-অবস্থান করছেন অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ অবস্থায়। এসব কারণে বাংলাদেশকে বলা হয় বিভিন্ন বিশ্বাস ও ধর্মের অনুসারীদের শান্তিপূর্ণ আলয়। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সুষম শান্তির আবাসভূমি। সাধারণভাবে অনেকেই মনে করেন, এমন জনপদে ইসলামি রাজনীতিই তো সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য হওয়ার কথা। কিন্তু তা নয় কেন? এজন্য কি ইসলামি রাজনীতি দায়ী? নাকি এজন্য দায়ী যারা ইসলামি রাজনীতির চর্চা করেন তারা? এমনকী এ জাতির শ্রেষ্ঠতম অবদান যে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ গড়ে তোলা হয়, সেক্ষেত্রেও বাংলাদেশের মুসলমানেরা পাকিস্তানের মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে পিছপা হননি। ইসলাম কোনোভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামের পথ রুদ্ধ করেনি। তারপরেও সাধারণ জনগণ কেন ইসলামি রাজনীতির প্রতি তেমনভাবে আকৃষ্ট নন– এসব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের চমৎকার বিশ্লেষণ রয়েছে এই বইটিতে। একবার পড়া শুরু করলে শেষ না করে উঠা সম্ভব নয়।

আমি লেখককে অভিনন্দন জানাই, বইটি লেখার জন্য। আশা করব, এটি পাঠকনন্দিত হবে।

অধ্যাপক ড. এমাজউদ্দিন আহমদ
সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
প্রফেসর এমেরিটাস, ইউনিভার্সিটি অব ডেভেলপমেন্ট অল্টারনেটিভ।
তারিখ : ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

# লেখকের কথা

বাংলাদেশের রাজনীতি এবং ধর্মীয় রাজনীতি নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে, বেশকিছু বইও রচিত হয়েছে। ইসলামপন্থীদের রাজনৈতিক স্থিতবস্থা ও সীমাবদ্ধতা নিয়ে বিশ্লেষণধর্মী পূর্ণাঙ্গ কোনো গ্রন্থ জানামতে রচিত হয়নি। দেশের জনসংখ্যা বিবেচনায় ভৌগলিক অবস্থান ও কৌশলগত কারণে ধর্মীয় রাজনীতি ও রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর আলোচনা গুরুত্বের দাবিদার। বাংলাদেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ মুসলিম দেশ। পৃথিবীর মোট মুসলিম জনগোষ্ঠীর উল্লেখযোগ্য অংশের বাস এখানে। এমন একটি দেশে ইসলামপন্থীরা আটকে আছে নানা কারণে। একগুয়েমি, এককেন্দ্রিকতা, রক্ষণশীলতা, জনবান্ধবহীন কর্মসূচি, সামাজিক চরিত্রের অনুপস্থিতি, বদ্ধদুয়ার পরিবেশ, আধুনিক ধ্যানধারণার অভাব, উচ্চবিলাসী কল্পনা, প্রত্যাশিত মেধা ও জ্ঞানের সংকট, কাঙ্ক্ষিত গুণ, গ্রহণযোগ্য নেতৃত্ব ও যোগ্যতার ঘাটতি, ঐতিহাসিক ও গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ইস্যু, প্রতিকূল মিডিয়া, ধর্মীয় ফেরকা, অনৈক্য, অস্থিরতা, বদ্ধচিন্তা, অদূরদর্শিতা, উন্নত চরিত্রের ঘাটতিই এসব কারণ।

ইসলামপন্থীরা এসব বিষয়ে নাওয়াকিফ কি না জানি না। ইসলামি রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর অন্ধ বিরোধিতা এবং অন্ধ সমর্থন দুটোই রয়েছে। দুই ধরনের অন্ধত্বকে পরিহার করেই এই বইয়ে ইসলামপন্থীদের দেখা হয়েছে তৃতীয় চোখে। রাজনীতি, ইসলামি রাজনীতি, রাষ্ট্র, ইসলামি রাষ্ট্র, বিভিন্ন মতবাদ, ইসলামি সংগঠনসমূহের পরিচিতি ও পথ-পরিক্রমা, বর্তমান অবস্থা, সীমাবদ্ধতা ও সফলতার পথে অন্তরায়– এই বইয়ে নির্মোহভাবে আলোচনা করা হয়েছে। অনেক অপ্রিয় সত্য পাঠকের সামনে চলে আসবে। মানুষ সব সময় প্রশংসা শুনতে চায়, সমালোচনাকে বেশির ভাগ মানুষ অপছন্দ করে। কিন্তু ইতিহাসের নির্মোহ পাঠটা ভবিষ্যতের জন্য উন্মুক্ত করা উচিত। প্রজ্ঞাবান দল, আদর্শ এই গ্রন্থ থেকে আত্মপর্যালোচনা খোরাক পাবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। বিচ্ছিন্নভাবে আলোচনা কোনো সমাধান নয়; সমস্যাগুলোর গোছালো উপস্থাপনা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশের বিভিন্ন ইসলামি সংগঠন ও তাদের রাজনীতির ওপর গবেষণার ফসল বইটি। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিসন্দর্ভ রচনা করে ২০১৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমফিল ডিগ্রি লাভ করি। বইটি অবশ্য হুবহু অভিসন্দর্ভ নয়। অভিসন্দর্ভের পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত রূপ। বইটি লেখায় লেগেছে কয়েক বছর। চেষ্টা করেছি সর্বাত্মক সুন্দর ও ত্রুটিমুক্ত করার। এ ক্ষেত্রে প্রকাশনা সংস্থাও কাজ করেছে। কলেবর কমাতে অনেক কথা-ই বাদ দিতে হয়েছে। সুধী পাঠকের কাছে কোনো ত্রুটি ধরা পড়লে কিংবা কোনো পরামর্শ থাকলে অবহিত করার সনির্বন্ধ অনুরোধ রইল। কথা দিলাম, পরবতী সংস্করণে খেয়াল রাখব। অবনত মস্তকে শুকরিয়া মহান প্রভুর প্রতি, যার একান্ত অনুগ্রহে বইটি প্রকাশিত হচ্ছে। প্রকাশনা জগতে এসেই মন জয় করে নেওয়া সৃজনশীল প্রতিষ্ঠান '*গার্ডিয়ান পাবলিকেশন*' বইটি প্রকাশ করায় ধন্য মনে করছি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর এবং ইউনিভার্সিটি অব ডেভেলপমেন্ট অল্টারনেটিভ-এর প্রফেসর এমেরিটাস ড. এমাজউদ্দীন আহমদ এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি; দেশের প্রখ্যাত এই রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বইটির ভূমিকা লিখে দিয়ে কৃতার্থ করেছেন। আমার পর শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক ড. হাফিজ মুজতাবা রিজা আহমাদ-এর প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। একান্ত প্রিয় ছোটো ভাই আবুবকর চৌধুরী যেটুকু সময় ও শ্রম দিয়েছে; চিরঋণী রয়ে গেলাম। আরও অনেকের কাছ থেকে অনেকভাবে সহযোগিতা পেয়েছি। তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করলে কৃপণতার বিশেষণে বিশেষায়িত হয়ে যাব। কয়েকজনের নাম উল্লেখ করছি– বিশিষ্ট রাজনীতিক মাওলানা আব্দুল লতিফ নেজামী, জেবেল রহমান গনি, আবু নাসের মোহাম্মদ রহমাতুল্লাহ, এম. গোলাম মোস্তফা ভুইয়া ও সাবেক এমপি শাম্মী আক্তার, সাবেক নিউ নেশন সম্পাদক মোস্তফা কামাল মজুমদার, পেশার প্রিয় বড়ো ভাই আহমেদ আতিক ও তারেক সালমান, ব্যাংকার বড়ো ভাই হুসাইন আহমদ, লেখক ও গবেষক আব্দুল হাই আল-হাদী, সাংবাদিক এনামুল হাসান, কদরুদ্দিন শিশির, জাহাঙ্গীর আলম আনসারী, মোস্তফা আনোয়ার খান, তরুণ আলেমে দ্বীন শহীদুল ইসলাম কবির, মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক ও হাফেজ মাওলানা জিল্লুর রহমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রিয় ছোটো ভাই গোলাম মোস্তফা, ইমদাদুর রহমান, ফয়েজ আহমদ ও বেহতারিন বিথী প্রমুখ।

বইটি লিখতে গিয়ে কাটাতে হয়েছে বহু বিনিদ্র রজনী। ধৈর্যের সাথে পাশে থেকে সহযোগিতা করেছে এহতেশামুল হক আবির ও এহতেসানুল হক আদিলের মা এবং আমার জীবসঙ্গিনী তাজমুন নাহার জাফরীন। মায়ের কাছ থেকে পেয়েছি উৎসাহ-উদ্দীপনা-অনুপ্রেরণা। তাঁর দীর্ঘায়ু কামনা করছি। বাবার রুহের মাগফেরাত কামনা করছি।

বইটি মূল্যায়ন করবে পাঠকেরা। সেই পাঠকদের প্রতি অগ্রিম শুভেচ্ছা রইল।

এহসানুল হক জসীম
১৮ মে, ২০১৯
ehsan.jasim@gmail.com

# সারসংক্ষেপ

১৯৪৭ থেকে ২০১৯; দীর্ঘ সাত দশকেরও বেশি সময়। এর মধ্যে কোনো সময়ই ক্ষমতায় আসতে পারেনি এই ভূখণ্ডের ইসলামপন্থীরা। অবশ্য একবার আংশিকভাবে সরকারের ক্ষুদ্র অংশ ছিল। এই দীর্ঘ সময়ে এখন পর্যন্ত তারা জনগণের বৃহৎ অংশের সমর্থন আদায়ে ব্যর্থ। ইসলামের প্রতি দেশের বেশির ভাগ মানুষ দুর্বল। কম সংখ্যক মানুষ ইসলামি রাজনীতির প্রতি দুর্বল। সাধারণ মানুষ আলেম-ওলামাকে ভালোবাসে। তাদের দলকে সমর্থন করে না।

আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশ মুসলিম বিশ্বের একটি বৃহৎ দেশ। এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ইসলাম ধর্মের অনুসারী। সাংবিধানিকভাবে এ দেশের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম। মুসলিম বিশ্বের আন্তর্জাতিক সংগঠন ওআইসিরও অন্যতম সদস্যরাষ্ট্র। এসব দিক বিবেচনায় বাংলাদেশে ইসলামি রাজনীতি বিকাশের পটভূমি রয়েছে। মোটামুটি দেশের শতকরা দশ ভাগ মানুষ বিভিন্ন ইসলামি রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করে। সামগ্রিক বিবেচনায় এ হার অনেক কম। তবুও অস্বীকার করার কোনোই সুযোগ নেই ইসলামি রাজনীতির এই অবস্থান। প্রায় নব্বই ভাগ মুসলিমের এ দেশে ধর্মান্ধতা-জঙ্গিবাদকে যেমন তীব্র ঘৃণার সাথে দেখা হয়ে থাকে; তেমনি ধর্মভিত্তিক সংগঠন বা ইসলামি রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিও দেশের জনগোষ্ঠীর একটা অংশের নৈতিক ও সরাসরি সমর্থন রয়েছে।

এ দেশে ইসলামের আগমন ঘটেছে বিভিন্নভাবে। ইসলাম প্রচারকদের মাধ্যমে যেমন এ দেশে ইসলামের আগমন ঘটেছে। রাজনৈতিকভাবেও ইসলামের বিস্তৃতি ঘটেছে। রাজনৈতিকভাবে ইসলামের বিস্তৃতি এ দেশে ইসলামি রাজনীতি বিকাশের পথ অনেকটা সুগম করেছে। রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে অমুসলিম শাসক তথা ইসলামবিরোধীদের সরাতে গিয়ে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়, সেসব পদক্ষেপের ফলে ইসলামি রাজনৈতিক দলের আবির্ভাব হয়; বিকাশ ঘটে ইসলামি রাজনীতির। ব্রিটিশ হঠানোর আন্দোলনে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ রাজনৈতিক দল গঠনের প্রয়াস পান। বিভিন্ন গণতান্ত্রিক এবং প্রচলিত রাজনৈতিক দলের ব্যর্থতার সুযোগও এ দেশে ইসলামি রাজনীতির কিছুটা বিকাশের কারণ হতে পারে। আবার ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে মনে করে ধর্মপ্রাণ মুসলিমদের একটি অংশ ইসলামি রাজনীতি গ্রহণ করে।

কোনো কোনো ইসলামি সংগঠন রাজনীতিতে শক্তিশালী অবস্থানও তৈরি করেছে। ইসলামি রাজনীতির এই বিস্তৃতি ও অবস্থান নিয়ে পশ্চিমা বিশ্বসহ আন্তর্জাতিকমহল বেশ ভাবছে। বাংলাদেশ নিয়ে তাদের বেশ আগ্রহ রয়েছে। তবে সত্য হলো, বর্তমান বিশ্বে ইসলামপন্থীরা কঠিন বাস্তবতার সম্মুখীন। ইরান ছাড়া পৃথিবীর কোনো দেশে কোনো রাজনৈতিক দল ইসলাম কায়েম করতে পারেনি;

যদিও অনেকে এটাকে শিয়াইজম বলে অবিহিত করে থাকেন। অবশ্য তুরস্কে এখন ইসলামপন্থীরা ক্ষমতায়। কিন্তু ইসলাম কায়েম থেকে দূরে আছে। তুরস্কের ইসলামপন্থী ক্ষমতাসীনদের এ মডেল 'তুর্কি মডেল' হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। বাংলাদেশের ইসলামপন্থীদের উদার অংশটির কাছে 'তুর্কি মডেল' অনেক বেশি পছন্দের হলেও ইসলামপন্থীদের মূল নেতৃত্বের মধ্যে এখনও এ নিয়ে নেই কোনো ভাবনা।

মুসলিমরা বিভিন্ন সময় এ অঞ্চল শাসন করেছে। অন্যরাও শাসন করেছে। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে মুসলিম জনগোষ্ঠীর অবদান যেমন ছিল। ইসলামি সংগঠন এবং আলেম-ওলামারও ভূমিকা ছিল। অনেক আলেম ধর্মভিত্তিক সংগঠনের ব্যানারে ইংরেজবিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছেন। আবার অনেকে অন্য কোনো রাজনৈতিক আন্দোলনে শামিল হয়ে ইংরেজবিরোধী আন্দোলনকে বেগবান করেছেন। ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায়, আলেমরাই এ দেশে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের সূচনা করেন। ত্বরান্বিত করেন। ব্রিটিশদের চলে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাঁরা এ আন্দোলনকে বিভিন্নভাবে অব্যাহত রাখেন। ইংরেজবিরোধী আন্দোলনে শেষ পর্যন্ত সফলতা এলেও আলেমরা তার ফসল পুরোপুরি ঘরে তুলতে পারেননি। অন্য কথায় ইসলামি রাজনৈতিক সংগঠনগুলো ফসল ঘরে তুলতে পারেনি। এই অপ্রাপ্তির বিভিন্ন কারণ রয়েছে; ইসলামপন্থীদের রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে প্রকৃত ধ্যানধারণার অভাব, জ্ঞান ও যোগ্যতার ঘাটতি, সাধারণ জনগণের বড়ো অংশকে উপলব্ধি করতে পারার ব্যর্থতাসহ আরও বিভিন্ন কারণ।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আলেমরা প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে অনেক পরে আসলেও এ ভূখণ্ডে ইসলামি রাজনীতির ইতিহাস বেশ পুরোনো। ইসলামি রাজনীতি এ দেশে অনেক আগ থেকেই চলে আসছে। সাধারণ শিক্ষিতদেরও একটা বড়ো অংশ ইসলামি রাজনীতির সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত। কোনো কোনো ইসলামি রাজনৈতিক দলের শীর্ষ পর্যায় পর্যন্ত রয়েছেন সাধারণ শিক্ষিতরা। আবার কোনো কোনো দলের পুরো নেতৃত্বই সাধারণ শিক্ষিতদের হাতে। আবার কোনো কোনো ইসলামি রাজনৈতিক সংগঠন আলেম-ওলামা ও সাধারণ শিক্ষিতদের সমন্বয়ে পথ চলছে। তবে বেশির ভাগ ইসলামি রাজনৈতিক দল কেবল আলেম-ওলামা আর মাদ্রাসা শিক্ষিতদের নিয়ে।

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের আগে ও পরে ইসলামি সংগঠনগুলোকে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা মোকাবিলা করতে হয়েছে। শাসকগোষ্ঠীর রোষানলে পড়তে হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে এ দেশে ইসলামি রাজনীতি নিষিদ্ধ ছিল। ১৯৭১ সালের রক্তক্ষয়ী মুক্তি সংগ্রামের মাধ্যমে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পরপরই ইসলামি রাজনীতি কঠিন বাস্তবতার সম্মুখীন হয়। ধর্মীয় রাজনীতি নিষিদ্ধ ছিল। বর্তমানে যদিও ইসলামি রাজনৈতিক দলগুলোর কার্যক্রম নিষিদ্ধ নয়; তারপরও ইসলামি দলগুলোকে বেশ কিছু সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা মেনে চলতে হচ্ছে। বিভিন্ন ইসলামি সংগঠনকে যেকোনো সময় নিষিদ্ধ করার কৌশলও আছে সংবিধানে।

ব্রিটিশ, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ আমলে এখন পর্যন্ত জামায়াতে ইসলামী ছাড়া কোনো ইসলামি সংগঠন এককভাবে ১%ও ভোটও পায়নি। অবশ্য জামায়াতে ইসলামী দু'বার একটু বেশি ভোট পেয়েছিল। তথাপি তাদের ভোটের হারও খুব একটা বেশি নয়। শতকরা আট ভাগের ভেতরেই আছে। সব মিলিয়ে ইসলামি রাজনৈতিক দলগুলো যে খুব বেশি সফল, সে কথা কোনোভাবেই বলা যায় না। ইসলামপ্রিয় এ জনপদে ইসলামি রাজনৈতিক দলগুলোর কেনই-বা এ দূরবস্থা? এর উত্তরই খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে এই বইতে। চেষ্টা করা হয়েছে ইসলামি রাজনৈতিক দলগুলোর সাফল্য-ব্যর্থতা নিরূপণের। বিভিন্ন ইসলামি সংগঠনের পরিচয়, প্রতিষ্ঠার পটভূমি, বর্তমান সময়ে তাদের অবস্থান তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

বর্তমান বিশ্বে ইসলামপন্থীরা কঠিন বাস্তবতার সম্মুখীন। ইসলামি রাজনীতি কোথাও নিষিদ্ধ, কোথাও কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলা করছে। কোথাও ক্ষমতায় আছে; আবার কোথাও ক্ষমতায় এসে বৈরি পরিস্থিতির সম্মুখীন হচ্ছে কিংবা ক্ষমতায় এসেও বিদায় নিতে হচ্ছে। সমসাময়িক রাজনীতি, ইসলামি দুনিয়ার রাজনীতি, সারা বিশ্বের ইসলামি আন্দোলনের বর্তমান অবস্থা, বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটের পাশাপাশি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ইসলামি রাজনীতির বর্তমান অবস্থান ভূমিকা ও উপসংহার ছাড়া মোট পাঁচটি অধ্যায়ে তুলে ধরার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে।

# সূচিপত্র

**প্রথম অধ্যায়**


**রাজনীতি ও ইসলামি রাজনীতি** **২১**

রাজনীতি ২১
রাজনৈতিক দল ২৭
ইসলামি রাজনীতি ৩১
ইসলামি রাজনীতির শাব্দিক উৎস ও ধারণা ৩৩
ইসলামি রাজনীতি ও ইসলামি আন্দোলন ৩৩
মদিনায় ইসলামি রাষ্ট্র ও ইসলামি রাজনীতি ৩৭
ইসলামি রাজনীতির ভিত্তি ৩৮
তাওহিদ ৩৮
রিসালাত ৩৮
খিলাফাত ৩৯
রাষ্ট্র ৩৯
আশ্রিত রাষ্ট্র ৪৩
রাষ্ট্রের স্তম্ভ ৪৪
নির্বাহী বিভাগ ৪৫
আইন বিভাগ ৪৯
বিচার বিভাগ ৪৯
প্রতিরক্ষা বিভাগ ৫০
ইসলামি রাষ্ট্র ৫২
শরিয়া ও আইন ৫৭
ইসলামি শাসনব্যবস্থার উদ্দেশ্য ৫৭
গণতন্ত্র ৫৯
গণতন্ত্রে সম মূল্যায়ন ৬৪
সংখ্যাগরিষ্ঠতার কথা, সংখ্যালঘিষ্ঠের শাসন ৬৬
গণতন্ত্র, বিরোধী দল ও নির্বাচন ৬৯
গণতন্ত্র ও পশ্চিমা বিশ্ব ৭১
তখনকার গণতন্ত্র ও আজকের গণতন্ত্র ৭৪

ইসলাম ও গণতন্ত্র ৭৬
রাজতন্ত্র ৮১
ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ৮৫
সাচার কমিটির রিপোর্ট ৮৭
জাতীয়তাবাদ ৯১
সমাজতন্ত্র ৯৭

**দ্বিতীয় অধ্যায়**

**ধর্মীয় রাজনীতি : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ ও বিশ্ব ১০১**
বাংলাদেশের জনসংখ্যার ধর্মভিত্তিক বিভাজন ও রাজনৈতিক অবস্থান ১০৩
মুসলিমদের বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠী ও রাজনৈতিক বিভক্তি ১০৫
অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা ১০৯
জনগণের প্রত্যাশা ১১১
বাংলাদেশে ইসলামি রাজনীতি বিকাশের পটভূমি ১১১
বাংলাদেশে ইসলামের আগমন ১১২
উপমহাদেশে মুসলিম শাসন ও খিলাফাত ১২০
সিন্ধু বিজয়ের ফলাফল ১২১
ইসলামি রাজনীতি বিকাশে মুসলিম শাসন ১২২
মুসলিম শাসনের অবসান ১২৪
ইংরেজবিরোধী আন্দোলনের সূচনায় আলেম সমাজ ১২৫
ফকির-সন্ন্যাসী আন্দোলন ১২৬
ইসলামি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ও বালাকোট যুদ্ধ ১২৭
তিতুমিরের সংগ্রাম ১৩০
ফরায়েজি আন্দোলন ১৩০
১৮৫৭ সালের সিপাহী-জনতার বিপ্লব ১৩২
বিপ্লোত্তর আলেম সমাজ ১৩২
দারুল উলুম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠা ও পুনর্জাগরণ ১৩৩
আলিয়া মাদ্রাসা ১৩৬
ব্রিটিশ পিরিয়ডে মুসলিমদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ১৩৭
কৃষক আন্দোলন ও ধর্মীয় রাজনীতি ১৩৯
পাকিস্তান আমলে ইসলামি রাজনীতি ১৪০
বাংলাদেশের সংবিধান ও ধর্মীয় রাজনীতি ১৪১

অন্যান্য দেশে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি ও সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা ১৪৫
গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা, নির্বাচন ও ইসলামি রাজনীতি ১৪৬
বাংলাদেশের বিভিন্ন নির্বাচনে ইসলামি দলের ভোটের চিত্র ১৫৩
ধর্মভিত্তিক রাজনীতি দেশে দেশে ১৫৪
মুসলিম বিশ্বের সমস্যা ও ইসলামি দুনিয়ায় অভ্যন্তরীণ কোন্দল ১৫৫
মিসর ও ইখওয়ানুল মুসলিমিন ১৫৬
তুরস্কের এদিন সেদিন ১৫৭
আরব বসন্ত ও মুসলিম বিশ্ব ১৬০
মুসলিম বিশ্বের বর্তমান ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ১৬১
রাষ্ট্রধর্ম ১৬১
মুসলিম বিশ্বে রাষ্ট্র ও ইসলামের সম্পর্ক ১৬১
সাংবিধানিকভাবে ইসলামি রাষ্ট্র ১৬২
রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম ১৬৩
সেক্যুলার/ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ১৬৪
অস্পষ্ট রাষ্ট্র ১৬৪
রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও মুসলিম বিশ্ব ১৬৪

**তৃতীয় অধ্যায়**

**বাংলাদেশের বিভিন্ন ইসলামি সংগঠন ১৬৬**
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ১৭০
জামায়াতের প্রতিষ্ঠা ১৭৪
প্রতিষ্ঠার পটভূমি ১৭৫
জামায়াতের যাত্রা শুরু ১৭৬
প্রথম ভাঙন ১৭৭
জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান ও জামায়াতে ইসলামী হিন্দ ১৭৭
পাকিস্তানের রাজনীতিতে জামায়াতে ইসলামী ১৭৮
বাংলাদেশে জামায়াতে ইসলামী ১৭৯
একাত্তরে জামায়াতের ভূমিকা এবং পরবর্তী অবস্থান ১৮২
জামায়াতের সীমাবদ্ধতা ও সংস্কার ইস্যু ১৮৩
জামায়াতের সাংগঠনিক অবস্থান ১৮৫
চতুর্থ উপজেলা পরিষদ নির্বাচন-২০১৪ ১৮৬
চতুর্থ উপজেলা পরিষদ নির্বাচন-২০১৪ ১৮৭

| | |
|---|---|
| চতুর্থ উপজেলা পরিষদ নির্বাচন-২০১৪ | ১৯১ |
| তৃতীয় উপজেলা পরিষদ  নির্বাচন-২০০৯ | ১৯২ |
| তৃতীয় উপজেলা পরিষদ নির্বাচন-২০০৯ | ১৯৩ |
| তৃতীয় উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচন-২০০৯ | ১৯৪ |
| জামায়াত প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ দলের যারা বিভিন্ন সময় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন তাদের তালিকা | ১৯৫ |
| বিভিন্ন সময় নির্বাচিত জামায়াতের মহিলা এমপিগণ | ১৯৬ |
| জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম | ১৯৬ |
| প্রতিষ্ঠার পটভূমি | ১৯৭ |
| ভারতবর্ষের স্বাধীনতার দাবি | ১৯৯ |
| জমিয়তে ভাঙন | ২০০ |
| ১৯৪৭ পরবর্তী জমিয়ত | ২০০ |
| বাংলাদেশে জমিয়তের কার্যক্রম | ২০১ |
| ইসলামী ঐক্যজোট | ২০২ |
| খেলাফত মজলিস | ২০৪ |
| ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ | ২০৬ |
| জাকের পার্টি | ২০৮ |
| বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশন | ২১০ |
| নেজামে ইসলাম পার্টি | ২১১ |
| যুক্তফ্রন্ট সরকারে অংশগ্রহণ | ২১২ |
| মাওলানা আতহার আলি | ২১৩ |
| বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন | ২১৪ |
| বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট | ২১৫ |
| ইসলামী ঐক্য আন্দোলন | ২১৬ |
| হেফাজতে ইসলাম | ২১৬ |

**চতুর্থ অধ্যায়**

| | |
|---|---|
| **ইসলামি দলের সফলতার পথে অন্তরায়** | **২১৯** |
| জনগণ-জনস্বার্থ উপেক্ষিত ও জনবান্ধব চরিত্রের অনুপস্থিতি | ২২১ |
| আর্থ-সামাজিক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের কমতি | ২৩৬ |
| বদ্ধদুয়ার পরিবেশ | ২৪১ |
| আধুনিক ধ্যানধারণার অভাব | ২৪৮ |

| | |
|---|---|
| একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ইস্যু | ২৫০ |
| মালেক মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দ | ২৫৭ |
| সাতচল্লিশের দেশভাগ ইস্যু | ২৬১ |
| ‘ডিম পাড়ে হাঁসে, খায় বাগডাসে’ | ২৬৫ |
| আদর্শিক গণভিত্তির অভাব | ২৭৭ |
| ভঙ্গুর গণতন্ত্র ও প্রচলিত নির্বাচন ব্যবস্থা | ২৮০ |
| অদূরদর্শিতা, অস্থিরতা ও ঘন ঘন সিদ্ধান্ত পরিবর্তন | ২৮৬ |
| আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট, জনমানস ও বৈষয়িক স্বার্থ | ২৯২ |
| আদর্শচ্যুতি, উন্নত চরিত্র ও নৈতিকতার ঘাটতি | ২৯৪ |
| ব্যবসা-বাণিজ্য ও  আয়-রোজগারে অধিক ঝোঁক | ২৯৭ |
| লোভ ও স্বার্থপরতা | ২৯৯ |
| বক্তব্য সঠিকভাবে উপস্থাপনে ব্যর্থতা | ৩০১ |
| বৈশ্বিক প্রতিকূল অবস্থা | ৩০৫ |
| শিক্ষাব্যবস্থা | ৩০৬ |
| জঙ্গিবাদের অব্যাহত প্রচারণা | ৩০৯ |
| ভোটের রাজনীতিতে কৌশলের অভাব | ৩১৬ |
| ধর্মীয় ফেরকা ও ছোটোখাটো বিষয়ে মতবিরোধ | ৩২০ |
| অনৈক্য এবং ঘন ঘন ভাঙা-গড়ার খেলা | ৩২৫ |
| আলেম-ওলামাদের সমর্থন না থাকা | ৩২৯ |
| নারীর বিষয়ে গ্লাস সিলিং অবস্থান | ৩৩২ |
| সংখ্যালঘু বিষয় উপেক্ষিত | ৩৩৯ |
| কূটনৈতিক পলিসির অনুপস্থিতি | ৩৪৪ |
| সাহিত্য-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে দীনতা ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসন | ৩৪৮ |
| বদ্ধচিন্তা, বুদ্ধিবৃত্তিক সংকট | ৩৫২ |
| রক্ষণশীলতা | ৩৫৪ |
| ফতোয়াবাজি, বাড়াবাড়ি, সংকীর্ণমনতা ও অসহিষ্ণুতা | ৩৬৪ |
| মিডিয়ায় অবহেলা ও প্রতিকূল মিডিয়া | ৩৬৬ |
| শ্রমজীবী ও মেহনতি মানুষ সংশ্লিষ্ট কর্মসূচির অনুপস্থিতি | ৩৭৬ |
| জ্ঞান ও যোগ্যতার ঘাটতি এবং ক্যারিয়ারের প্রতি উদাসিনতা | ৩৭৮ |
| এককেন্দ্রিকতা | ৩৮৩ |
| থিংক ট্যাংক-এর অনুপস্থিতি : বিশেষজ্ঞ, পেশাজীবী ও বুদ্ধিজীবীদের মূল্যায়নের অভাব | ৩৮৪ |

সুনির্দিষ্ট ও মেয়াদি পরিকল্পনার অনুপস্থিতি এবং কৌশল পূনর্বিন্যাসের অভাব ৩৮৬
পদলোভ ও পরিবারতন্ত্র, দলের অভন্তরে গণতন্ত চর্চার অভাব ৩৮৮
বিজ্ঞান ও গবেষণা এবং তথ্য-প্রযুক্তিতে দীনতা ৩৯২
মধ্যপন্থা ও সহজপন্থা গ্রহণে অনীহা ৩৯৫
ক্লারিয়ন কলের নেতৃত্বের অনুপস্থিতি ৩৯৮

**৫ম অধ্যায়**

**একাদশ সংসদ নির্বাচন, পরিবর্তিত প্রেক্ষাপট এবং ইসলামপন্থীদের করণীয় ৪০১**

একনজরে একাদশ সংসদ নির্বাচন ৪০১
ইসলামি দলগুলোর সাড়ে ৫শত প্রার্থী ৪০২
ইসলামপন্থীদের আসন মাত্র একটি! ৪০৩
প্রশ্নবিদ্ধ ও বিতর্কিত নির্বাচন : ৯৪% অনিয়মের ভোট ৪০৪
১৫৪ প্রার্থীর ভোট বর্জন : দলীয়ভাবে জামায়াতের ভোট বয়কট ৪০৫
বিভিন্ন ইসলামি দলের যেসব প্রার্থী ভোট বর্জন করেন : (১ থেকে ২৫ নং ক্রমিক পর্যন্ত প্রার্থীরা জামায়াতের) ৪০৬
ঐক্যফ্রন্টে দ্বিমুখী নীতি ৪০৮
লাভমান গণফোরাম, ক্ষতিগ্রস্ত ইসলামপন্থীরা ৪০৮
শেষ রাতে তিন আসন ছাড়ল জামায়াত ৪০৯
একলা চলো নীতিতে জামায়াত ৪০৯
ইসলামপন্থীদের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি ৪১০
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ ইসলামি দল হওয়ার চেষ্টা ৪১১
দশ দফা সুপারিশ ৪১২
উপসংহার ৪১৯
গ্রন্থপঞ্জি ৪২৩

# ইসলামি দলের সফলতার পথে অন্তরায়

বিভিন্নভাবে বাংলাদেশের ইসলামি রাজনৈতিক দলগুলো পিছিয়ে আছে। ভোটের রাজনীতি তথা জনগণের রাজনীতিতেও অনেক পিছিয়ে। ১৯৯১ সালের নির্বাচনে কোনো কোনো ইসলামি দল একটু ভালো করলেও, আর কোনো নির্বাচনে আশানুরূপ ভোট পায়নি। ১৯৯১ সনের নির্বাচন বাদ দিলে এ পর্যন্ত কোনো নির্বাচনে সব কয়টি ইসলামি দল মিলিয়ে সম্মিলিত ভোট ১০% পায়নি। কিন্তু সংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশের ইসলামি দলের সংখ্যা কম নয়। এ দেশের মানুষ ইসলামপ্রিয়। হয় তারা ধার্মিক নয়তো ধর্মপ্রাণদের ভালবাসে। তারা ইসলামের প্রতি দুর্বল। কিন্তু কেন তারা ইসলামি রাজনীতির প্রতি দুর্বল নয়? কেন ইসলামি রাজনৈতিক দলগুলো জনগণের মন জয় করতে পারছে না? দীর্ঘদিন থেকে থেকে এই দলগুলো আটকে আছে একই আবর্তে। ইসলামি দলগুলোর সমস্যা কী? এ দলগুলোর নেতা-কর্মীদের সমস্যা কী? জনগণের সমস্যা কী? পরিবেশ-পরিস্থিতির কোনো সমস্যা আছে কি? আধুনিক বাংলাদেশে ইসলামপন্থীদের চ্যালেঞ্জ কী কী? এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে ইসলামি রাজনীতির সফলতার পথে অন্তরায়ের কারণগুলো বিভিন্ন পয়েন্টে তুলা ধরা হলো :

১. জনগণ-জনস্বার্থ উপেক্ষিত ও জনবান্ধব চরিত্রের অনুপস্থিতি
২. আর্থ-সামাজিক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের কমতি
৩. বদ্ধদুয়ার পরিবেশ
৪. আধুনিক ধ্যান-ধারণার অভাব
৫. একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ইস্যু
৬. সাতচল্লিশের দেশভাগ ইস্যু
৭. ডিম পাড়ে হাঁসে, খায় বাগডাসে : ঐতিহাসিক মূহুর্তে ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ
৮. আদর্শিক গণভিত্তির অভাব
৯. ভঙ্গুর গণতন্ত্র ও প্রচলিত নির্বাচনব্যবস্থা
১০. অদূরদর্শিতা, অস্থিরতা ও ঘনঘন সিদ্ধান্ত পরিবর্তন
১১. আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট, জনমানস ও বৈষয়িক স্বার্থ
১২. আদর্শচ্যুতি, উন্নত চরিত্র ও নৈতিকতার ঘাটতি
১৩. ব্যবসা-বাণিজ্য ও আয়-রোজগারে অধিক ঝোঁক
১৪. লোভ ও স্বার্থপরতা

১৫. বক্তব্য সঠিকভাবে উপস্থাপনে ব্যর্থতা
১৬. বৈশ্বিক প্রতিকূল অবস্থা
১৭. শিক্ষাব্যবস্থা
১৮. জঙ্গিবাদের অব্যাহত প্রচারণা
১৯. ভোটের রাজনীতিতে কৌশলের অভাব
২০. ধর্মীয় ফেরকা ও ছোটোখাটো বিষয়ে মতবিরোধ
২১. অনৈক্য এবং ঘন ঘন ভাঙা-গড়ার খেলা
২২. আলেম-ওলামাদের সমর্থন না থাকা
২৩. নারীর বিষয়ে গ্লাস সিলিং অবস্থান
২৪. সংখ্যালঘু বিষয় উপেক্ষিত
২৫. কূটনৈতিক পলিসির অনুপস্থিতি
২৬. সাহিত্য-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে দীনতা এবং সাংস্কৃতিক আগ্রাসন
২৭. বদ্ধচিন্তা, বুদ্ধিবৃত্তিক সংকট
২৮. রক্ষণশীলতা
২৯. ফতোয়াবাজি, বাড়াবাড়ি ও সংকীর্ণমনতা
৩০. মিডিয়ায় অবহেলা ও প্রতিকূল মিডিয়া
৩১. শ্রমজীবী ও মেহনতি মানুষ সংশ্লিষ্ট কর্মসূচির অনুপস্থিতি
৩২. জ্ঞান ও যোগ্যতার ঘাটতি এবং ক্যারিয়ারের প্রতি উদাসিনতা
৩৩. এককেন্দ্রিকতা
৩৪. থিংক ট্যাংকের অনুপস্থিতি : বিশেষজ্ঞ, পেশাজীবী ও বুদ্ধিজীবীদের মূল্যায়নের অভাব
৩৫. সুনির্দিষ্ট ও মেয়াদি পরিকল্পনার অনুপস্থিতি এবং কৌশল পূনর্বিন্যাসের অভাব
৩৬. পদলোভ ও পরিবারতন্ত্র এবং দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্র চর্চার অভাব
৩৭. বিজ্ঞান, গবেষণা ও তথ্য-প্রযুক্তিতে দীনতা
৩৮. মধ্যপন্থা ও সহজপন্থা গ্রহণে অনীহা
৩৯. ক্লারিয়ন কলের নেতৃত্বের অনুপস্থিতি

**জনগণ-জনস্বার্থ উপেক্ষিত ও জনবান্ধব চরিত্রের অনুপস্থিতি**

আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় নবি হজরত মুহাম্মদ (সা.)-কে পৃথিবীতে শুধু মুসলমানদের জন্য প্রেরণ করেননি। নবিকে প্রেরণ করেছেন গোটা মানবজাতির জন্য, মানবতার জন্য, সমগ্র বিশ্ব মানবতার কল্যাণ সাধনের জন্য।